গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ এর তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ এর তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের NIS ডেস্ক কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পক্ষে স্ব-স্ব ফোকাল পয়েন্টগণ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ সভায় পর্যায়ক্রমে Power Point এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

০২। এ বিভাগ ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পক্ষ হতে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি বিশেষতঃ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, অনলাইন সেবা চালু করা, দাপ্তরিক কাজে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে গণশুনানী অনুষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Gray Area চিহ্নিতকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় জানানো হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ, আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার কাজ, ই-ফাইল পদ্ধতি বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

০৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS ডেস্ক কর্মকর্তা সভাকে জানান, এ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ সংশোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে নীতিমালা পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়টি NIS ফোকাল পয়েন্টদের সভা ও প্রশিক্ষণকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর উপস্থিতিতে আলোচিত হয়েছে। আলোচনাকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মৌখিকভাবে জানানো হয় নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তবে কিছু অসংগতির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা/দিক নির্দেশনা দেয়া হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ১৩/০৩/২০১৮ তারিখে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা-২০১৭ এর স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত স্পষ্টীকরণ অনুসরণে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব বলেন, "শুদ্ধাচার পুরস্কার" প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা সকল পর্যায়ে প্রচার করতে হবে।

০৪। এ পর্যায়ে সভাপতি শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে বাস্তবায়নে সহায়তা ও যথাযথ মনিটরিং করতে হবে। অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সেবা প্রদান তদারকিতে কার্যকর কৌশল অবলম্বন করা জরুরী। তিনি বিআরটিএ'র ই-টেন্ডারের সুযোগ বেশী থাকায় তা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে বলেন। এছাড়া

চলমান পাতা-২

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে "মটরযান ফিটনেস কার্যক্রম সহজ করার উদ্যোগ" এর কার্যক্রমের ব্যাখ্যা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ই-টেন্ডার ও ই-ফাইল কার্যক্রম চালু এবং এর ক্ষেত্র প্রসারিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ই-টেন্ডারে ক্রয় কাজে বর্তমান উর্দ্ধসীমা ১০০ কোটি টাকা রয়েছে। সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কাজের পরিধির বাস্তবতায় উর্দ্ধসীমা বৃদ্ধির প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Gray Area চিহ্নিতকরণে যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাল সৃষ্টি না হয়। সেজন্য শব্দচয়ন ও ভাষা প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন মর্মে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও সংস্থা) বলেন, অধীনস্থ সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে ইউনিকোড ব্যবহার ১০০% উল্লেখ থাকলেও সংস্থা হতে প্রাপ্ত সফটকপি পুনঃব্যবহারে তার প্রতিফলন সবক্ষেত্রে পাওয়া যায়না। ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় কতিপয় ফিল্ড অফিসে তাঁর সাম্প্রতিক ভিজিটের বিষয় উল্লেখ করে সময়মত অফিসে উপস্থিতির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বলেন, প্রায়শঃ দেখা যায় কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিসে না থাকলেও এসি, ফ্যান, লাইট চালু থাকে এবং বিদ্যুতের অপচয় হয়। একটু সচেতন হলে এই অপচয় রোধ করা সম্ভব। এটি দায়িত্ববোধের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে তিনি মন্তব্য করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দ্রুত কার্যকর বাস্তবায়নে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত :

১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ১.৩ ক্রমিকের কার্যক্রম হিসেবে **"স্টেকহোল্ডারগণের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, আইন-কানুন কাঙ্খিত/যথাযথ মানে ও পরিমাণে অবহিত না থাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন, বিধি-বিধান না মানার প্রবণতা"** বিষয়টি এ বিভাগের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়;

২. জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

৩. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৩.১ ক্রমিকের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন-২০১৮ বিল জাতীয় সংসদে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৬/২০১৮ পুনঃনির্ধারিত হয়;

৪. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত গত ১৩/০৩/২০১৮ তারিখের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে স্পষ্টীকরণে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করতে হবে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা সকল পর্যায়ে প্রচার করতে হবে;

৫. দাপ্তরিক কাজে যে সকল ক্ষেত্রে ইউনিকোডের ব্যবহার হয়না তা ১০০% নিশ্চিত করতে সংস্থাসমূহের প্রধানগণ কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন;

৬. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৫.৬ ক্রমিকের ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ৪র্থ প্রান্তিকে ১% নির্ধারিত হয়;

৭. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৭.৬ ক্রমিকের কার্যক্রম হিসেবে **"কতিপয় ব্যক্তি/গোষ্ঠি/ঠিকাদার কর্তৃক অনৈতিক চাপ সৃষ্টির অপচেষ্টা"** দুর্নীতির ক্ষেত্র (Grey Area) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়;

৮. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৩.১ ক্রমিকের কার্যক্রম Highway Act খসড়া যুগোপযোগীকরণে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে Stake Holder-দের গ্রহণযোগ্য মতামত যাতে প্রতিফলিত হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে;

৯. e-GP-তে ক্রয় কাজে উর্দ্ধসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌতিকতাসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে প্রেরণ করবে;

১০. অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এবং অফিস কক্ষে অনুপস্থিতকালে বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান, এসি যাতে না চলে তা নিশ্চিত করতে এ বিভাগ ও সংস্থা প্রধানগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

চলমান পাতা-৩

১১. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৩.১ ক্রমিকের কার্যক্রম "বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯২ অধিকতর সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ" এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তবে সংশোধিত বিধিমালাটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে;

১১. বিআরটিএ-এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৫.৬ ক্রমিকে ই-টেন্ডারের লক্ষ্যমাত্রা আগামী বছর থেকে বৃদ্ধি করবে;

১২. বিআরটিএ-এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৬.৩ ক্রমিকের কার্যক্রম একটি করে সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ **"মটরযান ফিটনেস কার্যক্রম সহজ করার উদ্যোগ"** এর ব্যাখ্যা শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে থাকতে হবে;

১৩. বিআরটিএ-এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৭.৩ ক্রমিকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ অর্জিত না হওয়ায় পূর্বের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ শেষ প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

০৬। আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৪/৪/১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৪.০৬.০২৩.১৭-৫৯

তারিখ : ২২ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট/বাজেট/উন্নয়ন/আইন/আরবান ট্রান্সপোর্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৩। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
০৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০৮। উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ/বাজেট/অডিট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩২২৭
E-mail: dsdtcadmtc@rthd.gov.bd